بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকা

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Sisters' Forum In Islam

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকার পরিকল্পনাঃ

Sisters' Forum In Islam

১ম হালাকাঃ --- ভূমিকা হজ্জ ও উমরাহ কি ও কেনো, কাদের জন্য হজ্জ?
--- হজ্জের উপর পড়াশুনার জন্য গাইড লাইন
--- কিছু দু'আ ও যিকর মুখস্থ করার পরিকল্পনা
--- আত্মশুদ্ধির দিক সমূহ-নেতিবাচক ও ইতিবাচক

২য় হালাকাঃ ----- হজ্জের শিক্ষা ও তাৎপর্য
----- কাবা ঘরের পরিচিতি
----- মক্কার ও হজ্জের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৩য় হালাকাঃ ---- উমরাহর বিস্তারিত বিষয় সমূহ

৪র্থ হালাকাঃ ---- হজ্জের বিস্তারিত বিষয় সমূহ

৫ম হালাকাঃ ----মক্কা ও মদিনার বিশেষ ঐতিহাসিক স্থান সমূহ
-----রিভিশন হজ্জ ও উমরাহর কাজের ধারাবাহিকতা ও দু'আসমূহ
------ জিলহজ্জ মাসের গুরুত্ব ও করনীয়

৬ষ্ঠ হালাকাঃ --------স্বশরীরে প্রশিক্ষন ইন শা আল্লাহ।(অফলাইন হালাকা)

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকা পরিকল্পনাঃ ভূমিকাঃ ১

Sisters' Forum In Islam

وَ اِذۡ بَوَّاۡنَا لِاِبۡرٰهِيۡمَ مَكَانَ الۡبَيۡتِ اَنۡ لَّا تُشۡرِكۡ بِىۡ شَيۡـًٔا وَّ طَهِّرۡ بَيۡتِىَ لِلطَّآئِفِيۡنَ وَ الۡقَآئِمِيۡنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوۡدِ ২২ : ২৬

আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কোন কিছু শরীক করবেন না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, সালাতে দণ্ডায়মান, এবং রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখুন। সূরা হজ্জঃ ২৬

وَ اَذِّنۡ فِى النَّاسِ بِالۡحَجِّ يَاۡتُوۡكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاۡتِيۡنَ مِنۡ كُلِّ فَجٍّ عَمِيۡقٍ ২২ : ২৭

এবং মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটসমূহের পিঠে (সওয়ার হয়ে), তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। সূরা হজ্জঃ২৭

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ ইবরাহিমী আওয়াজের জবাবই হচ্ছে হজ্জে 'লাব্বাইকা' বলার আসল ভিত্তি। [দেখুন: তাবারীঃ ১৪/১৪৪, হাকীম মুস্তাদরাকঃ ২/৩৮৮]

فِيۡهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبۡرٰهِيۡمَ ۚ۬ وَ مَنۡ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الۡبَيۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَيۡهِ سَبِيۡلًا ؕ وَ مَنۡ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ ৯৭ : ৩

তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর যে কেউ কুফরী করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন। সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭

ثُمَّ لۡيَقۡضُوۡا تَفَثَهُمۡ وَ لۡيُوۡفُوۡا نُذُوۡرَهُمۡ وَ لۡيَطَّوَّفُوۡا بِالۡبَيۡتِ الۡعَتِيۡقِ ২২ : ২৯

অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন (কা'বা) গৃহের। সূরা হজ্জঃ ২৯

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ اَنۡ تَبۡتَغُوۡا فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّكُمۡ ؕ فَاِذَاۤ اَفَضۡتُمۡ مِّنۡ عَرَفٰتٍ فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ عِنۡدَ الۡمَشۡعَرِ الۡحَرَامِ ۪ وَ اذۡكُرُوۡهُ كَمَا هَدٰٮكُمۡ ۚ وَ اِنۡ كُنۡتُمۡ مِّنۡ قَبۡلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيۡنَ ১৯৮ : ২

তোমাদের রব-এর অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। সুতরাং যখন তোমরা আরাফাত হতে ফিরে আসবে তখন মাশ'আরুল হারামের কাছে পৌছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন - ঠিক সেভাবে তাকে স্মরণ করবে। যদিও এর আগে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। সূরা বাকারাঃ ১৯৮

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকা পরিকল্পনাঃ ভূমিকাঃ ২

বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন
بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ- ,
'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া এ মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রামাদানের সাওম পালন করা'। বুখারী হা/৪৫১৪; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪।

* ইবাদত কেনো করি? ইবাদাত কার জন্য উপকারী হয়?
* হজ্জ কেনো জীবনে একবার ফরজ করা হয়েছে?
* মহান আল্লাহ কুর'আনে জানিয়েছেন—

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ ۙ وَ لَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۲ : ۱۹۷

সুবিদিত মাসে (যথাঃ শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জে) হজ্জ হয়। সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস (কোন প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানিগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর। সূরা বাকারাঃ ১৯৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ এমনভাবে হজ্জ করবে যে, তাতে রাফাস, ফুসূক ও জিদাল তথা অশ্লীলতা, পাপ ও ঝগড়া ছিল না, সে তার হজ্জ থেকে সে দিনের ন্যায় ফিরে আসল যে দিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল।" [বুখারী: ১৫২১, মুসলিম: ১৩৫০]

رفث রাফাস একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী সহবাস ও তার আনুষাঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপআলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত।

' فسوق ফুসুক' এর শাব্দিক অর্থ বের হওয়া। কুরআনের ভাষায় নির্দেশ লংঘন বা নাফরমানী করাকে ফুসুক বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই ফুসুক বলে। তাই অনেকে এস্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন।

جدال শব্দের অর্থ একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা। এ জন্যেই বড় রকমের বিবাদকে جدال বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক।

ফুসুক ও জিদাল সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু এহরামের অবস্থায় এর পাপ গুরুতর।

পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবনে এই দুটির প্রশিক্ষন অত্যন্ত জরুরী। সবরের সাথে যারা দীর্ঘ এই সফরে এই প্রশিক্ষন চেতনায় লালনের সাথে বাস্তব জীবনে লালন করেন তারা পরবর্তী সময়ে এটা ধরে রাখতে পারেন রবের ইচ্ছায়।

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকা: ১ম

হজ্জ ও উমরাহ কি ও কেনো, কাদের জন্য হজ্জ?

আরবি : عُمْرَة অর্থ ' জনবহুল স্থান পরিদর্শন করা, যিয়ারত তথা দেখা করা, সাক্ষাৎ করা।
উমরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত; যার অর্থ কোনো স্থানের যিয়ারত করা।
ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বছরের যে কোনো সময় মসজিদুল হারামে গমন করে
নির্দিষ্ট(ইহরাম,তাওয়াফ,সাঈ, চুল মুন্ডন/কাটা) কিছু কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাকে উমরাহ বলা হয়।

وَ اَتِمُّوا الۡحَجَّ وَ الۡعُمۡرَةَ لِلّٰهِ ২ : ১৯৬
আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণভাবে সম্পাদন কর।সূরা আল বাকারা:১৯৬

- আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''উমরাহ; এক উমরাহ থেকে পরবর্তী উমরাহর মধ্যবর্তী সময়ে যা কিছু পাপ (সগীরা) কাজ ঘটবে তার জন্য কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত করে)''। সহীহ বুখারীঃ ১৬৫০

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনদশায় ৪ বার উমরাহ করেছেন।মিশকাত, হাদীস নং ২৫১৮

Sisters' Forum In Islam

حَجّ হজ্জ একটি আরবি শব্দ এর আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা। আরবী ভাষায় 'হজ্জ' অর্থ যিয়ারতের সংকল্প করা। যেহেতু খানায়ে কা'বা যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা পৃথিবীর চারদিক থেকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে চলে আসে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'হজ্জ'।
ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়,হজ্জ হলো পবিত্র কা'বা শরীফ এবং মক্কা শরীফের সন্নিকটে মীনা, মুযদালিফা ও আরাফার ময়দানে যিলহজ্জ মাসের ৮ থেকে ১২/১৩ তারিখের মধ্যে শরীয়তের বিধি-বিধান অনুসারে কতগুলো আমল (ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত) মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করাকে হজ্জ বলে।

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الۡبَيۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَيۡهِ سَبِيۡلًا ؕ وَ مَنۡ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ ৯৭
আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার মতো সামর্থ যার আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে কেউ কুফরী করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন। সূরা আলে ইমরান: ৯৭
হযরত ইব্রাহীম আ.কে আল্লাহতাআলা নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,
আর লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহবান জানাও- তারা যেন তোমার কাছে আসে, পায়ে হেঁটে আসুক কিংবা দূরবর্তী স্থান থেকে কৃশ উটের পিঠে চড়ে আসুক। এখানে এসে তারা যেন দেখতে পায় তাদের জন্য দ্বীন দুনিয়ার কল্যানের কত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর দেয়া জন্তুগুলোকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবে, তা থেকে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরও খেতে দেবে। সূরা আল হজ্জ: ২৬-২৮

- আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পথের সম্বল এবং বাহন যার আছে সে যদি হজ্জ না করে, তবে এ অবস্থায় তার মৃত্যু ইহুদী ও নাসারার মৃত্যুর সমান বিবেচিত হবে। সহীহ জামে আত তিরমিযী
- উম্মুল মুমেনীন আয়েশা(রা) থেকে বর্নিত। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল স. জিহাদকে আমরা (মেয়েরা) সবচাইতে উত্তম কাজ বলে জানি, আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহন করবোনা?

তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্মম জিহাদ হচ্ছে, ''হজ্জে মাবরুর''। বুখারী শরীফ:১৪২১

কাদের জন্য হজ্জ অর্থাৎ হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহঃ

আলেমগণ হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন। কোন ব্যক্তির মধ্যে এ শর্তগুলো পাওয়া গেলে তার উপর হজ্ব ফরজ হবে; আর পাওয়া না গেলে হজ্ব ফরজ হবে না। এমন শর্ত- পাঁচটি। সেগুলো হচ্ছে- ইসলাম, আকল (বুদ্ধিমত্তা), বালেগ হওয়া, স্বাধীন হওয়া, সামর্থ্য থাকা।

সূরা আলে ইমরানের ৯৭ আয়াতে 'আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার মতো সামর্থ যার আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য'।

আয়াতে কারীমাতে উল্লেখিত সামর্থ্য শারীরিক সামর্থ্য ও আর্থিক সামর্থ্য উভয়টাকে অন্তর্ভুক্ত করে। শারীরিক সামর্থ্য বলতে বুঝায় শরীর সুস্থ হওয়া এবং বায়তুল্লাহ পর্যন্ত সফরের কষ্ট সইতে সক্ষম হওয়া। আর আর্থিক সামর্থ্য বলতে বুঝায় বায়তুল্লাহতে আসা-যাওয়া করার মত অর্থের মালিক হওয়া। স্থায়ী কমিটি বলেন (১১/৩০)

যাবতীয় ঋণ পরিশোধ ও হজের সফরকালীন সময়ে পরিবারের ব্যয় মেটানোর ব্যবস্থা করে হজের কার্যাদি সম্পন্ন করার মত অর্থ-কড়ি বা সামর্থ যদি আপনার থাকে তাহলে হজে যেতে আপনি আর্থিকভাবে সামর্থবান। আপনার ওপর হজ ফরয।

তবে আপনি যদি এমন ধরনের বড় ব্যবসায়ী হন, বিভিন্ন প্রয়োজনে যার বড় ধরনের ঋণ করতেই হয়, তাহলে আপনার গোটা ঋণের ব্যাপারে একটা আলাদা অসিয়ত নামা তৈরি করুন। আপনার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী যারা হবেন তাদেরকে এ বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করে যান।

হজ্বের সামর্থ্য হলো- ব্যক্তি শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়া এবং বায়তুল্লাহতে পৌঁছার মত যানবাহন যেমন- বিমান, গাড়ী, সওয়ারী ইত্যাদির মালিক হওয়া অথবা এগুলোতে চড়ার মত ভাড়ার অধিকারী হওয়া এবং যাদের ভরণপোষণ দেয়া ফরজ তাদের খরচ পুষিয়ে হজ্বে আসা-যাওয়া করার মত সম্পত্তির মালিক হওয়া।

নারীর ক্ষেত্রে হজ্ব বা উমরার সফর সঙ্গি হিসেবে স্বামী বা মোহরেম কেউ থাকা। এর সাথে আরো যে শর্তটি যোগ করা যায় সেটা হচ্ছে- বায়তুল্লাহ শরিফে পৌঁছার ব্যয় তার আবশ্যকীয় খরচ, শরয়ি আইনানুগ খরচ, ঋণ ইত্যাদির অতিরিক্ত হওয়া।

যাকাত সম্পদের নিসাব হলে দিতে হয় কিন্তু হজ্জ নিসাবের সাথে সম্পর্কিত নয়।

নারীর হজ্ব ফরজ

নারীর উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য সঙ্গি হিসেবে কোন মোহরেম পুরুষ থাকা শর্ত। কোন পুরুষ মোহরেম ছাড়া ফরজ হোক নফল হোক হজ্ব আদায় করার জন্য কোন নারীর সফর করা জায়েয নয়।

দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "কোন নারী মোহরেম পুরুষের সঙ্গ ছাড়া সফর করবে না।" [সহিহ বুখারী (১৮৬২) ও সহিহ মুসলিম (১৩৪১)]

মোহরেম পুরুষ: স্বামী অথবা এমন কোন পুরুষ যার সাথে বিবাহ-বন্ধন চিরতরে হারাম ঔরসজাত কারণে অথবা দুগ্ধপানের কারণে অথবা বৈবাহিক আত্মীয়তার কারণে। বোনের স্বামী (দুলাভাই), খালার স্বামী (খালু), ফুফুর স্বামী (ফুফা) মোহরেম নয়। কিছু কিছু নারী এ ব্যাপারে শিথিলতা করে বোন ও বোন জামাই এর সাথে সফর করেন অথবা খালা-খালুর সাথে সফর করেন– এটি হারাম। যেহেতু বোন জামাই বা খালু মোহরেম নয়। তাই এদের সাথে সফর করা জায়েয নয় এবং এভাবে হজ্ব করলে হজ্ব মাবরুর না হওয়ার আশংকা অধিক। কারণ মাবরুর হজ্ব হচ্ছে- যে হজ্বের মধ্যে কোন পাপ সংঘটিত হয় না। এই নারী তার গোটা সফরেই গুনাতে লিপ্ত।

মোহরেম এর ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে- তাকে আকলবান ও সাবালক হতে হবে। কারণ মোহরেম থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে- মোহরেম ব্যক্তি যেন নারীকে হেফাযত করতে পারে। শিশু ও পাগলের পক্ষে তো তা সম্ভব নয়। অতএব, কোন নারী যদি মোহরেম না পান অথবা মোহরেম পাওয়া গেলেও সে মোহরেম যদি তাকে নিয়ে সফরে যেতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সে নারীর উপর হজ্ব ফরজ হবে না। হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি গ্রহণ শর্ত নয়। বরং স্বামী অনুমতি না দিলেও যদি হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তগুলো পাওয়া যায় তাহলে তার উপর হজ্ব ফরজ হবে।

স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন (১১/২০):

সামর্থ্যের শর্তগুলো পূর্ণ হলে হজ্ব ফরজ। এ শর্তগুলোর মধ্যে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ নেই। স্ত্রীকে হজ্বে যেতে বাধা দেয়া স্বামীর জন্য জায়েয নয়। বরং স্ত্রীকে এই ফরজ ইবাদত আদায়ে সহযোগিতা করা শরিয়তের বিধান। সমাপ্ত।

অবশ্য এটি ফরজ হজ্বের প্রসঙ্গে। নফল হজ্বের ব্যাপারে ইবনুল মুনযির 'ইজমা' বর্ণনা করেছেন যে, স্বামীর অধিকার রয়েছে নফল হজ্ব থেকে স্ত্রীকে বাধা দেয়ার। যেহেতু স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার পূর্ণ করা ফরজ। সুতরাং অন্য কোন ফরজ আমল ছাড়া এই অধিকার হতে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। [মুগনী (৫/৩৫)] দেখুন: আল-শারহুল মুমতি (৭/৫-২৮) সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

প্রশ্ন

একাধিকবার হজ্জ করা উত্তম; নাকি একবার হজ্জ করাটাই উত্তম?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ফরজ হওয়ার দিক থেকে হজ্জ জীবনে একবার করাই ফরজ। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার খোতবা দিলেন এবং বললেন: হে লোকসকল, আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন; অতএব তোমরা হজ্জ আদায় কর। এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল, প্রতি বছর? তিনি চুপ করে থাকলেন। এমনকি সে লোক কথাটি তিনবার উচ্চারণ করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমি যদি হ্যাঁ বলি তাহলে ফরজ হয়ে যাবে; কিন্তু তোমরা তা আদায়ে সক্ষম হবে না। এরপর বললেন: আমি যদি কোন বিষয় এড়িয়ে যাই তোমরা সে বিষয়ে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং নবীদের সাথে মতভেদ করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশ প্রদান করি তখন যতদূর সম্ভব সেটা বাস্তবায়ন কর; আর যা কিছু থেকে তোমাদেরকে বারণ করি সেটা থেকে বিরত থাক।[সহিহ মুসলিম (১৩৩৭)]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আকরা বিন হাবেস (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, হজ্জ কি প্রতিবছর; নাকি একবার মাত্র? তিনি বললেন: একবার মাত্র। যে ব্যক্তি একাধিকবার করবে সেটা নফল।"[সুনানে আবু দাউদ (১৭২১) আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

আর উত্তমতার প্রশ্নে মুসলমান যতবেশি হজ্জ করতে পারে সেটা উত্তম। এমনকি কেউ যদি প্রতিবছর হজ্জ করতে পারে সেটাও ভাল। বেশি বেশি হজ্জ আদায় করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন-

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল: কোন আমল উত্তম। তিনি বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞেস করা হল: এরপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হল: এরপর কোনটি? তিনি বললেন: হজ্জে মাবরুর।"[সহিহ বুখারি (২৬) ও সহিহ মুসলিম (৮৩)]

২. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা একের পর এক হজ্জ ও উমরা করতে থাক। কেননা এ দুইটি দরিদ্রতা ও গুনাহ দূর করে; যেভাবে কামারের হাফর লোহা ও স্বর্ণরৌপ্যের খাদ দূর করে। হজ্জে মাবরুরের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।[সুনানে তিরমিযি (৮১০), সুনানে নাসাঈ (২৬৩১), আলবানি সিলসিলা সহিহা গ্রন্থে (`) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

আল্লাহই ভাল জানেন। সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

হজ্জ ও উমরাহ সংক্রান্ত বই সমূহ

যারা হজ্জ বা উমরাতে যেতে চান এখন থেকেই কিছু পড়াশুনা করুন। যেমন—

১। হজ্জ সংক্রান্ত অধ্যায় সহীহ বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফ থেকে ধারাবাহিকভাবে পড়া শুরু করুন। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নোট আপনার ডায়রীতে সংক্ষিপ্তভাবে লিখে নিতে পারেন।

২। পবিত্র কুর'আন বুঝে পড়া শুরু করুন। বিশেষ করে হজ্জ সংক্রান্ত সূরাগুলো পড়ুন (সূরা বাকারা, সূরা হজ্জ, সূরা আস সাফাত) তাফসীরসহ।

৩। কুর'আন পড়তে যেয়ে দোয়া ভিত্তিক আয়াতগুলো আপনার ডায়রীতে তুলে নিতে পারেন ধারাবাহিকভাবে।

৪। রাসূলের স: এর জীবনী বই (আর-রাহীকুল মাখতুম)/নবী কাহিনী পড়া শুরু করুন। প্রয়োজনীয় তথ্য দাগিয়ে নিতে পারেন।

৫। মক্কা-মদিনার ইতিকথা বই পড়ে নিলে আরো ভাল হয়।

৬। যারা হজ্জ করে এসেছেন সমসাময়িককালে তাদের সাথে আলাপ করুন। তবে এইক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে অনেকে কিন্তু ভুলতথ্য নিয়ে হজ্জ করে এসেছেন নিজেও জানে না।

৭।এখন ইন্টারনেট থেকে হজ্জের নিয়ম জানারও সুযোগ রয়েছে, সহীহ সাইট থেকে জানতে পারেন। যেমন islamQA

- নারীর হজ ও উমরা-লেখক : আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
  প্রকাশক: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ
- হজ্জের আধ্যাতিক শিক্ষাঃ ড আব্দুল্লাহ জাহাংগির
- হজ্জ ও ওমরাহ পকেট
  লেখক : শাইখুল আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায
- হজ্জ সফরে সহজ গাইডঃ মোঃ মোশফিকুর রহমান
- হজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারত-
  শাইখ আবদুল্লাহ আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায

* হাজ্জ উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত
  লেখক : শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (রহঃ)
* উমরা মদীনা যিয়ারত দোআ
  লেখক : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
* ফিকহুল হজ্জ ওয়াল উমরাহঃ ড মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

- আল্লাহর আহবানে বায়তুল্লাহর অতিথির সাড়া
  হে আল্লাহ আমি হাযির –ডা মাহবুবা রেহানা রাহীন
- হজ্জ সফরের প্রয়োজনীয় দু'আ ও যিকর সমূহ-
  ডা মাহবুবা রেহানা রাহীন

কিছু দু'আ ও যিকর মুখস্থ করার পরিকল্পনা

১। সফরের শুরুতে প্রয়োজনীয় দু'আ
- হজ্ব সফরেও বাসা থেকে বের হওয়ার সময় এই দু'আ পড়ুন
- মুসাফিরের বিদায়কালে মুক্বিমের(ঘরে অবস্থানকারীরা বলবেন) দু'আ
- সফর অবস্থায় কোথাও অবতরণ করলে দু'আ
- গ্রাম বা শহরে প্রবেশের দু'আ (জেদ্দা,মক্কা বা মদিনা শহরে প্রবেশ করলে)
- বাজারে প্রবেশের দু'আ

২। কাপড় পরিধান ও খোলার সময় দু'আ
৩। উমরাহর নিয়্যত ও তালবিয়া
৪। মসজিদে যাওয়ার পথের ও প্রবেশের দু'আ (কাবা বা যেকোন মসজিদে)
৫। সাঈ করার সময় প্রয়োজনীয় দু'আ সমূহ
৬। মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ
৭। হজ্জের নিয়্যত ও আরাফার দিনের দু'আ
৮। জামারাতে পাথর নিক্ষেপের সময় দু'আ
৯। জানাযার সালাতের নিয়ম ও দু'আ
১০। কবর যিয়ারতে দু'আ
১১। কিছু কুরআনিক দুআসমূহ
১২। হাদীসের আলোকে কিছু দু'আ
১৩। সূরা কাফিরুন

Sisters' Forum In Islam

আত্মশুদ্ধির দিক সমূহ-নেতিবাচক ও ইতিবাচক

নেতিবাচক

নেতিবাচক হলো হতাশাবাদী, নিষ্ক্রিয় ও ক্ষতিকর ভাব প্রকাশ করে, যা সন্দেহ, ভয়, রাগ ও হতাশার মতো নেতিবাচক আবেগ সৃষ্টি করে।

* হিংসা,পরশ্রীকাতরতা,লোভ,কুধারনা করা,গীবত, চুগলখোরী
* মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া
* রিয়া,অহংকার,অতিরিক্ত রাগ,অলসতা, একগুঁয়েমি, উদাসীনতা, * *
* আত্মবিশ্বাসের অভাব,

- অন্যের মতামত নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করা
- মুনাফেকী নীতি
- ঝগড়া করা

ইতিবাচক

ইতিবাচক হলো আশাবাদী, সক্রিয় এবং উন্নত ভাব প্রকাশ করে, যা আশাবাদ, সক্রিয়তা ও নতুন সমাধানের দিকে পরিচালিত করে।

১ দয়া, নম্রতা ও করুণা

২ সততা ও সত্যবাদিতা: -

- কথায় সত্যবাদিতা:
- লেনদেন ও পারস্পরিক মেলামেশায় সত্যবাদিতা:
- ওয়াদা পূরণে সত্যবাদিতা:
- ভান-ভণিতা পরিহার করা:

৩ বিনয়:

৪ সবর:

৫ ন্যায়বিচার: -----

- আল্লাহর সাথে ন্যায়বিচার:
- মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করা:
- পরিবারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা:
- কথায় ন্যায়বিচার:
- ঈমানে ন্যায়বিচার:

আত্মশুদ্ধির দিক সমূহ-নেতিবাচক ও ইতিবাচক

নেতিবাচক

- সময় নষ্ট করা
- অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় শ্রম ব্যয় করা
- লোক দেখানো কাজ করা(রিয়া)
- বেহুদা/হারাম কাজে খরচ করা
- হারাম রুজীতে(আয়) থাকা

ইতিবাচক

- পবিত্রতা রক্ষা করে চলা
- ফরজ ইবাদাতে যত্নশীল হওয়া
- পর্দার পূর্ণ অনুশীলন করা
- ফরজ রোজা বাকী থাকলে আদায় করে ফেলা
- প্রতিদিন কিছু সময় কুর'আনের সাথে কাটানো(পড়া,চিন্তা করা,উপলব্ধি করা,আমল করা)
- সুন্দর আচরন করা বিশেষ করে নিজ পরিবারে
- হক্ব কাজের উপদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ দায়িত্ব পালন করা

Sisters' Forum In Islam

جَزَاكُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا
Sisters' Forum In Islam